Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 344 - 352
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘কালিন্দী’ ও ‘প্রথম প্রবাহ’ : সত্যবতীর নবনির্মাণ

ড. ইন্দ্রাণী হাজরা
সহকারী অধ্যাপক
কবি জগদ্রাম রায় গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ
মেজিয়া, বাঁকুড়া
Email ID : indranihazra86@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Mahabharata, Satyavati, Kalindi, Pratham Prabaha, Reconstruction

Abstract
The topic of our discussion in this article is how the character of Satyavati from the Mahabharata is re-constructed in the novels ‘Kalindi’ (2016) by Bani Basu and ‘Pratham Prabaha’ (2017) by Sourav Mukhopadhyay. Following the original story of Satyavati's life in the adi parva of the Mahabharata, both authors have presented the character from a new perspective in their novels and have shown uniqueness in the construction of the story.

Satyavati is placed at the heart of the story in both books. The mystery of her birth, the history of her transformation from Matsyagandha to Yojanagandha, the long story of her transformation from a bride to a paternal grandmother, and above all, the chemistry of her relationship with Vishma -- in this journey Satyavati has been recreated by the authors.

The magnificently beautiful lady Satyavati was raised in a Dhivara family. The wise sage Parashara was attracted by her beauty and she became mother of Vedvyas, the great creator of the Mahabharata. Then she became a part of the empire Hastinapur as the wife of the old king Shantanu. Was such a beautiful young lady truly happy with the old king? Was she really proud to play the role of the mother of Vishma? Both of the writers probe here deeper to carve a new analysis out of this part. They narrate the relationship of Vishma and Satyavati from a different perspective altogether. Through her passionate love, failure, pain, revenge, diplomacy and immense intelligence Satyavati became a distinctive female character from the historical era in these novels.

Discussion

রামায়ণ এবং মহাভারত – এই দুটি মহাকাব্য সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ ও আবেগ আজও কালের গতির মতোই নিয়ত বহমান। বিশেষত মহাভারতের জটিল ও বহুবিচিত্র বিন্যাস, ঘটনা সংস্থান, অসংখ্য সমান্তরাল কাহিনির সমাবেশ, আয়তনের বিশালতা ও অভিনবত্ব যুগে যুগে লেখক সমালোচকদের এর গভীরে অবগাহনে প্রবৃত্ত করেছে। ভারতের প্রায় সকল প্রাদেশিক ভাষায় মহাভারত অনূদিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় নিরবধি রসগ্রহণ করেছে এই

অক্ষয় ভাণ্ডার থেকে। বাংলা ভাষাতেও একাধিকবার মহাভারত অনূদিত হয়েছে। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় অনুবাদ কাব্য রচনার জোয়ার এলে রামায়ণ, ভাগবত পুরাণের মতো মহাভারতেরও একাধিক অনুবাদ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রথম সম্পূর্ণ মহাভারত গদ্যে প্রকাশ করেন (১৮৫৮-১৮৬১)।

মহাভারত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধে বলেছেন, 'ইহা কোনও ব্যক্তি বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।' এই ইতিহাস তথা মহাকাব্যের মহিমা বাঙালি সসম্ভ্রম বিস্ময়ে অনুভব করেছে। পাশাপাশি এর অন্তরে লুক্কায়িত অমিত সম্ভাবনার খনি থেকে বহুমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে আপন কল্পনাশক্তির নৈপুণ্যে গড়ে তুলেছে অসামান্য সব অলংকার। নতুন ভাবে আবিষ্কার করেছে কাহিনির গভীরে লুকিয়ে থাকা কাহিনিকে। নিজের যুগ-পরিস্থিতির আলোকে প্রাচীন ঘটনা চরিত্র নতুন রূপে উদ্ভাসিত হয়েছে তার সামনে। তখনই নির্মিত হয়েছে কাহিনি বা চরিত্রের ভিন্নতর পাঠ। সেই ভিন্ন পাঠ কাব্য-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধের আধারে উপস্থিত হয়েছে পাঠকের দরবারে। তার মধ্যে কিছু কালের দরবারে আদৃত হয়েছে আর কিছু নিপতিত হয়েছে তার করাল গর্ভে।

রাজশেখর বসু তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় বলেছেন, -

> "মহাভারতের আখ্যান ও উপাখ্যানগুলি দু-তিন হাজার বৎসর ধরে এদেশের জনসাধারণকে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছে এবং কাব্যনাটকাদির উপাদান যুগিয়েছে।"[১]

বাংলা সাহিত্যেও মধ্য যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ব্যাপী এই ধারা অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, পরশুরাম, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, সুবোধ ঘোষ, প্রতিভা বসু, সমরেশ বসু, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, বাণী বসু এবং অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা লেখকের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে প্রকাশিত দুটি উপন্যাসে মহাভারতের সত্যবতী চরিত্রটি কীভাবে ভিন্ন রূপে উপস্থাপিত হয়েছে, তাই বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

বাণী বসুর 'কালিন্দী' উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে। তার আগের বছর শারদীয়া বর্তমান পূজাসংখ্যায় এটি প্রকাশিত হয়েছিল। আর সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম প্রবাহ' উপন্যাসটি শারদীয় দেশ পূজাসংখ্যায় প্রকাশের পর ২০১৭ জানুয়ারিতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। দুটি উপন্যাসই মহাভারতের আদি পর্বের কাহিনি অবলম্বনে রচিত।

আদি পর্বের কাহিনিতে সত্যবতীর জীবনবৃত্তান্তে দেখা যায়, উপরিচর বসুর ঔরসে সত্যবতীর জন্ম, ধীবরগৃহে প্রতিপালন, যমুনাবক্ষে পরাশর ঋষির সঙ্গ ও কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের জন্মকথা। তারপর এসেছে শান্তনু-গঙ্গা-দেবব্রত বৃত্তান্ত, বৃদ্ধ রাজা শান্তনুর সত্যবতীকে বিবাহের জন্য আকুল হয়ে ওঠা ও পিতার মনস্কামনা চরিতার্থতায় ভীষ্মের কঠিন শপথের কাহিনি। রানি হয়ে সত্যবতীর হস্তিনাপুরে আগমন, চিত্রাঙ্গদ বিচিত্রবীর্যের জন্ম, চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর বিচিত্রবীর্যের সিংহাসন লাভ, ভীষ্মের কাশীরাজকন্যাদের স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করে আনা এবং অম্বিকা-অম্বালিকার সঙ্গে বিচিত্রবীর্যের বিবাহের ঘটনা বর্ণিত এরপরের অংশে। তারপর ক্ষয়রোগে বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু, সত্যবতীর কানীন পুত্র বেদব্যাদের দ্বারা নিয়োগ পদ্ধতিতে দুই বধূর গর্ভাধান ও ধৃতরাষ্ট্র-পাণ্ডু-বিদুরের জন্ম – মহাকাব্যের এই মূল কাঠামোকে দুটি উপন্যাসেই অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

কিন্তু মূল কাঠামোকে বজায় রেখেও দুই ঔপন্যাসিকই কাহিনি নির্মাণে স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। দুটি গ্রন্থেই কাহিনির মূলে স্থাপন করা হয়েছে সত্যবতীকে। তাঁর জন্মরহস্য, মৎস্যগন্ধা থেকে যোজনগন্ধা হওয়ার ইতিহাস, রাজপরিবারে বধূ থেকে রাজমাতা হয়ে পিতামহী হয়ে ওঠার সুদীর্ঘ কাহিনি, সর্বোপরি ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের রসায়ন – এই পথ পরিক্রমায় সত্যবতীকে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন দুই লেখক। সেখানে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন এক ভিন্ন সত্যবতীকে। ধীবর বংশে প্রতিপালিতা সত্যবতী ছিলেন এমনই অপরূপ লাবণ্যময়ী তরুণী, যাঁর সৌন্দর্য ছিল জিতেন্দ্রিয় ঋষি পরাশরের সংযমকে টলিয়ে দেওয়ার মতো। সেই সত্যবতী প্রায় তাঁর সমবয়সী তরুণের পিতা, বৃদ্ধ রাজা শান্তনুর স্ত্রী হয়ে রাজপরিবারে প্রবেশের সুযোগ লাভ করে কি প্রকৃতই কৃতার্থবোধ করেছিলেন! নাকি স্বাধীনচেতা

সেই অরণ্যকুমারীর অন্তরে ছিল অন্য কোনও অপ্রাপ্তির বেদনা, কোনও ব্যর্থতার বোধ! ভীষ্মের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধুই কি মাতা-পুত্রের গণ্ডিতে আবদ্ধ ছিল! নাকি তাঁর মধ্যে সকলের অগোচরে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত ছিল অন্য কোনও বিশেষ অনুভূতির স্রোত - 'কালিন্দী' ও 'প্রথম প্রবাহ'কে অবলম্বন করে এই ভিন্ন সত্যবতীর পরিচয় নেওয়াই আমাদের লক্ষ্য।

সেই প্রসঙ্গে আলোচনায় আসবে সত্যবতী কেন্দ্রিক ঘটনাপ্রবাহ ও চরিত্রেরা। দুটি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে মূল মহাভারতের সঙ্গে তাদের কাহিনিগত সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য আলোচনার পাশাপাশি বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রের নতুন পাঠ নির্মাণে লেখকদের মৌলিকতা কীভাবে পরিস্ফুট হয়েছে তা এই আলোচনায় উঠে আসবে। তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে বিনির্মাণবাদ প্রসঙ্গে বলেছেন, ভাষার মধ্যে চিন্তার কিছু কিছু পরিসর সব সময় অধরা রয়ে যায়, লেখার অন্তরালে থাকে আর এক লেখা, পাঠের অন্তরালে থাকে আর এক পাঠ।

> "বিনির্মাণবাদ যেহেতু কোনো ধরনের অভিভাবকত্ব মেনে নেয় না, অন্বিষ্ট পাঠকৃতিকে তা স্বচ্ছন্দে ভাঙতে পারে। আসলে নিরন্তর অন্তর্ঘাতের মধ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে তার সজীবতা ও অভিনবত্বকে। অন্যভাবে বলা যায়, ধ্বংসের মধ্য দিয়ে তা প্রতিমুহূর্তে আবাহন করে নির্মাণকে। ফলে পাঠকৃতির মধ্যে অলক্ষ্যে জেগে থাকে আরও অনেক পাঠকৃতির সম্ভাবনা।"[২]

মহাভারতের নির্মিত সত্যবতীর কাহিনি লেখকদের হাতে কীভাবে নবনির্মিত হচ্ছে এবং এই ভিন্ন পাঠ নির্মাণ পাঠকদের কাছে কোনও নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে কি না তা আমাদের অন্বিষ্ট।

মূল মহাভারতের কাহিনি উপন্যাসে কোথায় কীভাবে অনুসৃত হচ্ছে আর কোথায় তাকে অতিক্রম করে এক নতুন জগতের সন্ধানে রত হচ্ছে, তা আলোচনার জন্য এই প্রবন্ধে প্রধানত রাজশেখর বসু কৃত মূল মহাভারতের সারানুবাদকে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথমে আলোচনায় আসবে সত্যবতীর জন্মবৃত্তান্ত। মৃগয়ারত চেদিরাজ উপরিচর বসু নিজের মহিষীকে স্মরণ করে স্খলিত হওয়া বীর্য শ্যেনপক্ষীর সাহায্যে রানির কাছে পাঠান, সেটি ঘটনাক্রমে যমুনা নদীতে পড়ে গেলে নদীতে থাকা মৎসীরূপী শাপভ্রষ্ট অপ্সরা অদ্রিকা তা ধারণ করে গর্ভবতী হয় এবং সত্যবতীর জন্ম হয়। জন্মের পর রাজা তাকে ধীবরদের কাছেই দিয়ে দেন।

মূল মহাভারত অনুযায়ী 'প্রথম প্রবাহ' উপন্যাসে সত্যবতীর পিতা-মাতা উপরিচর-অদ্রিকা বর্ণিত হলেও 'কালিন্দী' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন দাস রাজার স্ত্রী-র সঙ্গে রাজা উপরিচরের অবৈধ মিলনের ফল হল সত্যবতী। হয়তো মৎসী গর্ভে মনুষ্য সন্তানের জন্মকে এইভাবে যুক্তিসঙ্গত ভাবে ব্যখ্যা করতে চেয়েছেন লেখক। ধীবর পল্লির কোনও রমণীর শারীরিক সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে সুদর্শন কোনও রাজার পক্ষে তাকে সন্তান দানের বিষয়টি হয়তো সেই সময় একেবারে অমূলক ছিল না। আর দাসরাজা যেভাবে পরপর শর্ত দিয়ে দেবব্রতের কাছ থেকে আদায় করে নেন দুটি প্রতিশ্রুতি, তার পিছনে বাণী বসু তাঁর পৌরুষত্বের নিষ্ফল আক্রোশকে দেখিয়েছেন। আগাগোড়া 'কালিন্দী' উপন্যাসে দাসরাজার আচরণে এই ঈর্ষার প্রকাশ লক্ষিত হয়, -

> "দাসরাজা মনে মনে এঁচে রেখেছে, কোনও এক রাজপুরুষ যেমনি তার বংশে পুঁতে দিয়ে গেছে নিজের বীজ, সে-ও তেমনি পুঁতবে রাজপুরুষদের বংশে। ঝাড়েবংশে উচ্ছন্নে যাক সব।"[৩]

সত্যবতীর জন্ম সংক্রান্ত অলৌকিকতাকে একইভাবে যুক্তিসঙ্গত করে তোলার জন্য 'প্রথম প্রবাহ'-তেও রানি গিরিকার সঙ্গে মিলনে উৎসুক রাজার সামনে গহীন অরণ্যে সশরীরে উপস্থিত করে মিলন ঘটানো হয়েছে অপ্সরা অদ্রিকার। কাহিনিকারেরা নিজ নিজ দক্ষতা অনুসারে মৌলিকতার নিদর্শন রেখেছেন এই অংশে।

এরপর আসে সত্যবতী-পরাশর প্রসঙ্গ। মূল কাহিনিতে দেখি সত্যবতী পরাশর ঋষির কাছ থেকে যোজনগন্ধা হওয়ার এবং সন্তান জন্মের পরেও কৌমার্য অটুট থাকার বর লাভ করেছিলেন। কিন্তু এই বিষয়েও দুটি উপন্যাসেই বাস্তব ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 'কালিন্দী'-তে দেখা যায় পরাশর সঙ্গ করার আগে সত্যবতীর গায়ের আঁশটে গন্ধ দূর করার জন্য ওষধি জাতীয় কোনও মাটি গায়ে মেখে স্নান করে আসতে বলেন, আর 'প্রথম প্রবাহ'-তে দশমাস তপোবনে থাকাকালীন নিয়মিত

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ভেষজ ওষুধ লেপনের ফলে সত্যবতীর গায়ে স্থায়ী সুগন্ধ তৈরির কথা বলা হয়েছে। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মতে এই সুগন্ধ আসলে সত্যবতীর ধীবরপল্লির সংস্কার কাটিয়ে মহামুনি পরাশরের সংস্পর্শে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার লাভের ইঙ্গিত,

> "তাঁর সুনামের সৌগন্ধ, তাঁর রূপের সৌগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই সত্যবতী গন্ধবতী, সত্যবতী যোজনগন্ধা।"[৪]

মূল কাহিনিতে সত্যবতীর চরিত্রের প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও ঋজু ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিত থাকলেও তাঁর প্রেমিকা সত্তার পরিচয় সেভাবে দেখানো হয়নি। কিন্তু আলোচ্য দুই উপন্যাসে সত্যবতী চরিত্রের ভিন্ন পাঠ নির্মিত হয়েছে প্রধানত এই প্রেমিকা সত্তার পরিস্ফুটনকে কেন্দ্র করে। সে প্রেম তাঁর গর্ভজাত তিন পুত্রের জন্মদাতাদের প্রতি নয়, তা হস্তিনাপুরের যুবরাজ মহাবীর গঙ্গাপুত্র দেবব্রতের প্রতি এক সুন্দরী ষোড়শী তরুণীর বয়সোচিত অনুরাগ। ধীবরপল্লিতে প্রতিপালিতা হলেও যাঁর শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে এক রাজ পরিবারের রক্ত। প্রতিভা বসু 'মহাভারতের মহারণ্যে' গ্রন্থে বলেন, যে সত্যবতীর জন্য দেবব্রতের জীবনে সমস্ত সুখের পথ বন্ধ হয়ে গেল, পরবর্তীকালে সেই দেবব্রত কী করে নতমস্তকে সত্যবতীর সব আদেশ পালন করলেন ভাবলে বিস্ময় জাগে।

> "তবে কি যে মোহিনী মায়ায় মহারাজা শান্তনু আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেই মোহিনী মায়ায় সত্যবতী তাঁর পুত্র দেবব্রতকেও বন্দী করেছিলেন? ...জানতে ইচ্ছে হয় সত্যবতী বিষয়ে দেবব্রতর অন্তরে কী চেতনা কাজ করতো। কেন তিনি তাঁর জীবন যৌবন ক্ষমতা এই হস্তিনাপুরের অভ্যন্তরে নিঃশেষ করলেন?"[৫]

অর্থাৎ সত্যবতী ও ভীষ্মের মধ্যে অন্যরকম এক সম্পর্কের সম্ভাবনা আগেও ভাবিত করেছে সমালোচকদের। আর সেই সম্ভাবনার সূত্রটুকু থেকে এই সম্পর্কের এই ভিন্ন বয়ান নির্মাণ করেছেন ঔপন্যাসিকরা।

তবে 'কালিন্দী'-তে এই প্রণয় উভয় তরফে দেখানো হলেও 'প্রথম প্রবাহ' - তে তা একপাক্ষিক। নৌকা বাইতে বাইতে যমুনা তীরবর্তী অরণ্যে দেবব্রতের সঙ্গে কালিন্দীর সাক্ষাৎ ও ভালোলাগার সূচনা। এমনিতে সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হলেও ভালোলাগার পুরুষটির সামনে সত্যবতীর নারীসুলভ লজ্জা সহজ ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। সে ভীষ্মের চোখেও অনুরূপ মুগ্ধতা প্রত্যক্ষ করে সুখী হয়েছে।

অন্যদিকে 'প্রথম প্রবাহ'-তে স্বয়মাগতা হয়ে দেবব্রতকে প্রেম নিবেদনে স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা ভুলে লজ্জারুণ হয়ে পড়েছে। প্রিয়কে জয় করার দুর্দম বাসনায় সে গঙ্গাপুত্রের প্রশ্নের উত্তরে তীক্ষ্ণ যুক্তিতে উত্তর দিয়েছে। তাঁর গর্ভধারিণীর প্রকৃত পরিচয় স্বর্গের গণিকা শুনে যুবরাজ চমকিত হলে সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তাদের মহান বংশের উদ্ভব মেনকা নন্দিনী শকুন্তলার পুণ্যগর্ভ থেকেই। দাসরাজার বংশপরিচয় নিয়ে ভীষ্মের তীর্যক মন্তব্যে অন্তরে আহত হয়েছে, তবু পাল্টা কটূ বাক্য প্রয়োগ করেনি। কিন্তু যখনই কাশীরাজকন্যা অম্বার প্রতি দেবব্রতের প্রণয় বন্ধনের কথা শুনেছে, কাঙ্ক্ষিত পুরুষের মুখে অন্য নারীর প্রশস্তি তাঁকে বিবর্ণ করে তুলেছে। তাঁর সুতীব্র প্রেম প্রত্যাখ্যাত হয়ে প্রতিহিংসায় পরিণত হয়েছে। প্রতিশোধস্পৃহায় অহরহ তাড়িত যে সত্যবতী উপন্যাসে এরপরে অঙ্কিত হয়েছে, তাঁর সমস্ত কার্যক্রমের ব্যাখ্যা লুকিয়ে থাকে তাঁর এই প্রেমিকা সত্তার দহনে। উপন্যাসে দেখা যায় দেবব্রতকে লাভ করার জন্য কুমারী দেহের শুদ্ধতাকে তুচ্ছ করে সে পরাশরের সঙ্গে শর্তাধীন মিলনে রাজি হয়। গাত্রগন্ধ দূরীভূত করে দেবব্রতের পিতার মাধ্যমে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ সুগম করে সে পরাশরের সাহায্যে। হতচকিত দাসরাজা বৃদ্ধ রাজার সঙ্গে তরুণী কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর পুত্রদের রাজসিংহাসন লাভের শর্ত আরোপ করলেও সত্যব্রতকে আজীবন ব্রহ্মচর্যের শপথ সত্যবতীর জন্যই নিতে হয় দুটি উপন্যাসেই।

তবে 'কালিন্দী'-তে পূর্বরাগের আবেশে আচ্ছন্ন কালী যেহেতু যুবরাজের তাঁর প্রতি মুগ্ধতার সংবাদ জানতেন, তিনি আশা করেছিলেন এই অসম্ভব শর্ত রাখলে হয়তো যুবরাজ পিতার বিবাহ প্রস্তাব থেকে সরে দাঁড়াবেন। অন্য কাহিনিতে সরাসরি প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় জর্জরিত সত্যবতী লেলিহান ক্রোধে 'সর্পিণীর মতো হিসহিসে গলায় বলল, -

> "পুত্রলাভের সম্ভাবনা বিনষ্ট করতে হবে। বিবাহ করা চলবে না।"[৬]

অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত পুরুষকে না পাওয়ার বেদনা প্রশমিত করতে চেয়েছেন তাঁর প্রেমাস্পদের সঙ্গলাভ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করে। এইভাবে প্রতিশোধের বিষে প্রিয়তম পুরুষকে ছিন্নভিন্ন করে আত্মঘাতী যন্ত্রণায় রক্তাক্ত হয়ে নতুন পথচলার সূচনা হয় হস্তিনাপুরের রাজমহিষীর।

এই পর্বে দুটি উপন্যাসের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য চোখে পড়ে। ‘প্রথম প্রবাহ’-তে সত্যবতী বিবাহের পর যেন অধিক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন ভীষ্মের অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিতে। তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে তখন প্রেমের পরিবর্তে সংগ্রামী মনোভাব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভীষ্মের সুউচ্চ বংশগৌরবের অহমিকা ভেঙে রাজবংশে দাসরক্ত প্রবাহিত করাই যেন তখন তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে ওঠে। কারণ তিনি জানতেন ভীষ্ম অন্য নারীতে মুগ্ধ।

অন্যদিকে ‘কালিন্দী’-তে যেহেতু সত্যবতী জানেন সত্যব্রত একদিন তাঁকে ভালোবেসেছিলেন, সেই সত্যটুকুকে অবলম্বন করে উচ্ছল প্রগলভা লাস্যময়ী রমণীর মতো অন্তঃপুরে ভীষ্মকে আকর্ষণের চেষ্টা করেন তিনি। ভেঙে দিতে চান তাঁর গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ। যদিও তাঁর সেই উচ্ছলতার অন্তরালে শুষ্ক কান্নাটুকু গোপন থাকে না। দুঃসাহসী প্রেমিকা অকপটে পুত্র কামনা করেন প্রেমাস্পদের কাছে, -

> “আমি তোমাকে চেয়েছিলুম। আর তুমি আমাকে চেয়েছিলে। এটা তো ভোরের আলোর মতো সত্য ছিল আমাদের কাছে। ... আজ চুপ করবার দিন নয় কুমার। আজ আমি বলবই। ...তোমার কথাও রইল। আমার কথাও থাক। আজ আমাকে একটি পুত্র দিয়ে যেতেই হবে।”[৭]

ভীষ্ম নীতি আদর্শের কথা বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করলে অসহ্য ক্রোধে সে বলে ওঠে, -

> “একজন স্বাধীন অরণ্যকুমারীর সাধ, আশা সব চূর্ণ করে বৃদ্ধ শকুনের হাতে নিজের প্রেমিকাকে তুলে দেওয়া কোথাকার নীতি? কোন আদর্শ?”[৮]

যে নারী একদিন সুতীব্র ভালোবেসে প্রিয় পুরুষকে নিয়ে স্বপ্নের সংসার কল্পনায় বিভোর হয়েছিল তার ব্যর্থ প্রেমের এই নিদারুণ হাহাকার তাকে একজন রক্ত মাংসের সজীব মানবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে। এখানেই কাহিনিকারদের সার্থকতা।

বিনায়কের জবানিতে সত্যবতী চরিত্রের বিশ্লেষণে লেখকের দরদী কণ্ঠস্বর শোনা যায়, -

> “একে পাপীয়সী বলে দিতে পারলে তো সমস্যা ছিল না। কিন্তু তা পারা যাচ্ছে না। অন্তরের প্রত্যন্তে কোথাও এই নারীর জন্য সুপ্ত বেদনাও অনুভব করছি। বিচিত্র এক ঈর্ষাকাতর প্রেম সত্যবতীর। যাকে স্বয়ং অর্জন করতে পারলেন না, তাকে অন্য নারীর বাহুডোরে আবদ্ধ হতেও দেবেন না। বহিরঙ্গে যা প্রতিশোধলিপ্সা ও নীচ উচ্চাকাঙ্ক্ষা মনে হয়, তার গভীরে রয়েছে বঞ্চিত প্রেমের হাহাকার।”[৯]

এ যেন স্রষ্টার হাতেই সৃষ্টির অনবদ্য বিশ্লেষণ। ‘কালিন্দী’ - তে পুত্রের অধঃপতন দেখে রাজবংশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশায় অসুস্থ সত্যবতী যে ভীষ্মের রাজকন্যা হরণ করতে যাওয়ার অন্য অর্থ করলেন, তার পিছনেও তাঁর সেই সদাশঙ্কিত প্রেমিকা মনটিই কাজ করছিল বলে মনে হয়। সত্যিটা জানার পর তিনি ভাবেন রাজমাতা সত্যবতী ভীষ্মকে সম্পূর্ণ চেনেন ও ভরসা করেন কিন্তু “কালিন্দী এখনও চেনেনি। সে এখনও বেপথুমতী তরুণী এক। মৃগীর মতো চকিতনয়না। সব সময়ই তার হারাই হারাই ভাব। অথচ আশ্চর্য! কী হারাবে? কোনও দিনই তো কিছু পায়নি সে।”[১০] আজীবন প্রেমিকের অনতিদূরে থেকেও এই অপ্রাপ্তির বেদনাই যেন কালিন্দীর নিয়তির পরিহাস।

ভীষ্মের প্রতি সত্যবতীর ব্যর্থ প্রেম যেভাবে প্রবল প্রতিশোধে পরিণত হয়েছে সেই দুর্দম প্রতিশোধলিপ্সা তাঁর চরিত্রে কীভাবে অন্য একটি মাত্রা সংযোগ করেছে তা এই অংশে আলোচ্য। এখানেও দুই উপন্যাসে কিছু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। ‘কালিন্দী’-তে সত্যবতীকে একবারই নিষ্ঠুর প্রতিশোধে জ্বলে উঠতে দেখা যায়, যখন তিনি বিবাহের দ্বিতীয় শর্ত দিয়ে দেবব্রতকে ব্রহ্মচর্যের শপথ নিতে বাধ্য করেন। আর কখনও সেভাবে তাঁকে প্রতিহিংসুরূপে দেখা যায় না। এখানে দাসরাজার প্রতিশোধকেই বড়ো করে দেখানো হয়েছে। কালীকে তিনি তাঁর অভিপ্রায় সিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন কালীর

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অজ্ঞাতসারে। এখানে কালিন্দীকে দেখে মনে হয়, প্রথম যৌবনে ভীষ্মের মুগ্ধ চাহনির স্মৃতিটুকু তাঁর জীবনব্যাপী দহনজ্বালায় কিঞ্চিৎ প্রশান্তির স্পর্শ এনে দিতে হয়তো বা সক্ষম হয়েছিল।

কিন্তু 'প্রথম প্রবাহ'-এর নায়িকার কাছে এমন কোনও সম্বল না থাকায় প্রতিশোধের আগুনে রাজবংশ ধ্বংসের খেলায় মেতে নিজেও তিনি পুড়ে ছারখার হয়েছেন। কামান্ধ শান্তনুর দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে যেমন তিনি সুকৌশলে ভীষ্মের ব্রহ্মচর্য শপথের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন, হস্তিনাপুরের রাজসিংহাসনের উপর তাঁর উত্তরাধিকারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করছেন, তেমনি নিপুণতায় পুত্র উৎপাদনের জন্য গোপনে রাজবৈদ্যের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

এতখানি প্রচেষ্টার পরেও জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদ পুত্রোৎপাদনে অক্ষম জেনে হতাশ হলেও হার মানছেন না। গুপ্ত ঘাতক দ্বারা ষড়যন্ত্র করে তাকে হত্যা করাচ্ছেন কনিষ্ঠ পুত্রকে যথাসময়ে সিংহাসনে বসিয়ে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য সিংহাসন সুরক্ষিত করতে। এ সংবাদ গোপন রাখতে রাজবৈদ্যকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করাচ্ছেন। অর্থাৎ নারীত্বের আহত অহং দিয়ে যে যুদ্ধের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেই যুদ্ধে মাতৃত্ব পরাভূত হচ্ছে প্রেমিকার প্রতিশোধস্পৃহার কাছে। সত্যবতী তাঁর প্রেমিকা সত্তার পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে পাখির চোখ বানিয়ে নিয়েছিলেন রাজসিংহাসনকে। সমস্ত নীতি আদর্শের ঊর্ধ্বে তাঁর একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ভীষ্ম এবং তাঁর উচ্চ বংশগৌরবকে ধুলিসাৎ করা। তাঁর বিশুদ্ধ আর্য বংশের বিস্তার রুদ্ধ করে দেওয়া। এই কার্যে সফল হতে এতখানি মরিয়া হয়ে উঠছেন যে, পুত্রকে হত্যা করাতেও তিনি পিছপা হচ্ছেন না।

যে কূটনীতি অবলম্বন করে তিনি পরাশরের সাহায্যে নিজ অভিপ্রায় সিদ্ধ করেছিলেন, সেই কূটনীতির বশেই ভীষ্মের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে চেয়েছেন তিনি। সুচতুরভাবে ভীষ্মের পূর্বপ্রেমিকা কাশীরাজকন্যা অম্বাকেও হরণ করিয়ে এনে বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিবাহ সংঘটনের আদেশ দান করেছেন। প্রস্তরীভূত ভীষ্মের প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ঠুর কুটিল হেসে মন্তব্য করেছেন, -

> "ভুলে যেও না মহান ভীষ্ম তুমি একজন শপথবদ্ধ চিরব্রহ্মচারী। এখনও কাশীনৃপতির জ্যেষ্ঠা দুহিতার প্রতি তুমি উদাসীন হতে পারনি দেখছি। ধিক! এ তো ব্রহ্মচর্য যাপনের উপযুক্ত মনোভাব নয়। ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়র কাছে বিশ্বের সব রমণীই সমান বিবিক্তির যোগ্য, তাই না?"[১১]

'প্রথম প্রবাহ' উপন্যাসটি পড়লে বারেবারে উপলব্ধি করা যায় প্রত্যাখ্যানের জ্বালা তাঁর সকল কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর পর যখন অমাত্যবর্গ রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী আনার জন্য ভীষ্মকে সিংহাসনে আরোহন অথবা ভ্রাতৃবধূদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করার পরামর্শ দেন, তখনও স্তব্ধ নির্বাক সত্যবতী নড়ে বসেছেন। সভামধ্যে সসংকোচে নিজের কুমারী গর্ভের কথা জানিয়ে ভীষ্মের পরিবর্তে নিজের কানীন পুত্র ব্যাসকে নিয়ে আসতে চেয়েছেন। মূল মহাভারতে দেখি সত্যবতী স্বয়ং ভীষ্মকে পূর্বে উল্লিখিত অনুরোধ দুটি করেছেন এবং ভীষ্ম রাজি না হলে তখন তাঁর কাছে ব্যাসের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করেছেন। প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত আচরণ করেছেন 'প্রথম প্রবাহ' উপন্যাসের নায়িকা। এখানে লেখক সেই সত্যবতীর ছবি অঙ্কন করেছেন যিনি ভীষ্মকে একসময় ভালোবেসে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। তাই দেখি, অভাবনীয় কৌশলে নিজের লক্ষ্যে অবিচল সত্যবতী কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মাধ্যমে কৌরব বংশে নিজের বংশ পরম্পরা সার্থক করার প্রতিজ্ঞাকে অটুট রাখতে সমর্থ হলেন।

আসলে প্রতিশোধ চরিতার্থতা বলে একে আপাত দৃষ্টিতে মনে হলেও এর নিগূঢ় কারণটুকু স্পষ্টরূপে ধরা পড়েছে সত্যবতীর ভাবনায়, -

> "হৃদয়ের মধ্যে একটি কীট যেন দংশন শুরু করেছে। দুই বিধবা পুত্রবধূর পূর্ণযৌবনা শরীর দু'টি অকস্মাৎ ভেসে উঠল মনশ্চক্ষে। ...সত্যবতী অস্থির হয়ে ওঠেন। ভীষ্মকে অন্য নারীর বাহুডোরে তিনি কল্পচক্ষেও দেখতে পারবেন না। ...সহ্য হচ্ছে না সত্যবতীর। ভাবনাটি পর্যন্ত সহ্য হচ্ছে না। অন্তরাত্মা দগ্ধ হয়ে ছটফট করতে থাকে।"[১২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 344 - 352
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রেমাস্পদের প্রতি মনুষ্যস্বভাবজাত অধিকারবোধই যে এই আচরণের মূল কারণ হিসেবে এখানে নির্দেশিত হয়েছে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। তাই উপন্যাস অবলম্বনে সত্যবতীর চরিত্রের প্রতিহিংসার স্বরূপ আলোচনার শেষে একথা অনুভূত হয়, প্রতিশোধস্পৃহায় দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আপন লক্ষ্যে তাঁকে ধাবমান মনে হলেও, কোথাও কোথাও এই প্রতিহিংসার অন্তরালে জ্বলতে থাকা ব্যর্থ প্রণয়ের উত্তাপ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়।

রাজপরিচালনায় সত্যবতীর প্রখর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় মূল কাহিনিতে পাওয়া গেলেও তাঁর দৃপ্ত আত্ম স্বাতন্ত্র্যবোধ ও দুর্দম অপরাজেয় মনোভাব তাঁকে ভিন্নরূপে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছে। স্বাধীন অরণ্যচারী ধীবর পালিতা থেকে ‘হস্তিনার সম্মানিতা রাজমাতা, দীর্ঘকালের সিংহাসনার্ধ-ভাগিনী, মহারাজ শান্তনুর মহিমময়ী রাজ্ঞী, রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রী সত্যবতী’ একের পর এক কূটকৌশলের জাল বিস্তার করেও যখন অসফল হচ্ছেন তখন তাঁর নিষ্কম্প কণ্ঠ ধ্বনিত হয়, -

> “যার সঙ্গে আমি দ্যূতক্রীয়ায় নেমেছি, হে বৈদ্য, তার নাম নিয়তি! পণ রয়েছে আমার সর্বস্ব। এখন হয় পরিপূর্ণ বিজয়, নচেৎ চূড়ান্ত পতন – এ দুইয়ের মধ্যে আর কোনও তৃতীয় বিকল্প নেই।”[১৩]

ভাগ্যের পথকে বারবার ভিন্নপথে চালনার চেষ্টা করেছেন তিনি। খাদের মুখ থেকেও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন বারবার। নিশ্চিত পরাভবকে আবার বিজয়ে রূপান্তরিত করেছেন। বহু চেষ্টা করেছেন কৌরব বংশের ধারাকে আপন শক্তিতে প্রবাহিত করার। তবু পরিপূর্ণ সাফল্য কোনওদিন তাঁর করতলগত হয়নি। তবু তাঁর অসীম অনমনীয় মনোবল ও প্রচণ্ড একমুখীতা নিয়ে তিনি ভাগ্যের সঙ্গে পাশাখেলায় ঘুঁটি সাজিয়ে গেছেন। লেখকের বর্ণনায় পাই, -

> “সারা জীবনই বিরূপ অদৃষ্টের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চলল সত্যবতীর। অন্য যে-কেউ হলে হতোদ্যম হয়ে ভেঙে পড়ত কবেই। যোজনগন্ধার রক্তে সে প্রবৃত্তি নেই। পরাজয়কে ঘৃণা করেন তিনি। প্রতিটি আঘাত তিনি ভাগ্যকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। নিজে যত রক্তাক্ত হয়েছেন প্রতিদ্বন্দ্বীকেও সমপরিমাণ বিদ্ধ করতে ছাড়েননি। যখনই চলার পথ রুদ্ধ হয়েছে, তিনি সেই বাধা চূর্ণ করে অথবা বিকল্প পথ স্বহস্তে কর্তন করে এগিয়েছেন। থেমে যাওয়ার কথা ভাবেননি কখনও।”[১৪]

এই সাহসিকতা চরিত্রটিকে মূল মহাকাব্য থেকে স্বতন্ত্র চেতনায় রঞ্জিত করেছে।

স্বাতন্ত্র্যের চেতনা, আত্মমর্যাদার এই বোধ থেকেই হয়তো সে পালকপিতার কাছে প্রশ্ন তুলেছিল রাজার সন্তান হয়ে তার ভাই রাজপরিবারে মানুষ হওয়ার সুযোগ পেলেও সে একা কেন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ‘ইতিহাসের বাঁক বদল’ বা ‘সমাজ বিপ্লব’ – যে নারীর হাতে সূচিত করা হয়েছে, তাঁকে এইভাবে স্বয়মপ্রভা করে গড়ে তোলাই হয়তো ছিল তাঁর নির্মাতাদের লক্ষ্য। তাই কমবেশি দুটি উপন্যাসেই লেখকদের বর্ণনায় প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী এই রমণীর দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে সেই নতুন আলোয় তাঁকে নতুন করে চিনতে বাধ্য করেছে পাঠককে।

আলোচনার শেষ পর্বে এসে আমরা উপন্যাস দুটিতে উপস্থাপিত দীর্ঘ জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত রিক্ত অসহায় এক নারীর আলোচনা করব। আপাত দৃষ্টিতে যাঁকে সৌভাগ্যবতী বলে মনে হলেও জন্মাবধি যাঁর সারাটা জীবন জুড়ে রয়েছে শুধু অপ্রাপ্তি ও শূন্যতার হাহাকার। ভাগ্যের সঙ্গে অসম লড়াইয়ে প্রবল তেজ দেখালেও একসময় তাঁকে হার মানতে হয়েছে। ‘কালিন্দী’ - তে তিনি ভীষ্মের হাতে বিচিত্রবীর্যকে সমর্পণ করার পরেই যেন খানিকটা নতি স্বীকার করে নিয়েছেন মনে হলেও ‘প্রথম প্রবাহ’ - তে তাঁর লড়াই আরও দীর্ঘ।

শত চেষ্টাতেও যখন আবার তাঁর চালে ভুল হল, হস্তিনার শক্ত সমর্থ সুস্থ উত্তরাধিকারীর আশায় দ্বিতীয়বার ব্যাসকে আহ্বান করলেও নিয়তির পরিহাসে বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তানটি যখন জন্ম নিল দাসীর গর্ভে, তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলেন।

> “সত্যবতীর পরাজয় আজ সম্পূর্ণ হল। মেঝেতে লুটিয়ে তিনি মাথা খুঁড়তে লাগলেন। আজ তিনি নিঃস্ব, পরাভূত, পন্থহীন।”[১৫]

এই অসহায় রমণীর যন্ত্রণায় সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছেন তাঁর কানীন পুত্র ব্যাসদেব, তিনি মাকে শুনিয়েছেন ভবিতব্যের অলঙ্ঘনীয় শক্তির কথা। ক্ষুদ্র মানবীশক্তি দিয়ে যথাসাধ্য প্রযত্ন নিলেও অদৃষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম যে মানুষের অসাধ্য, কালের নির্দেশের কাছে যে সে অসহায় – সেকথা বুঝিয়েছেন তাঁকে।

এই অসহায়তা থেকে গর্বিতা নারী হস্তিনাপুরের উত্তরাধিকারীর কামনায় শেষপর্যন্ত নতজানু ভিক্ষায় ভেঙে পড়ছে প্রেমিকের কাছে। এইভাবে নির্দোষ গঙ্গাপুত্রের উপর হওয়া অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছেন সত্যবতী। হস্তিনাপুরকে রক্ষা করার জন্য আকুল প্রার্থনায় ভীষ্মের সন্তানের মা হতে চাইছেন,

> "সারাজীবন আমি নিজেরই রচনা করা শ্মশানভূমিতে প্রেতিনীর মতো শবদেহ ঘেঁটেছি। দেবব্রত, একবার আমাকে প্রাণের স্বাদ দাও। একটি রাত অন্তত বেঁচে দেখি বাঁচার স্বাদ কেমন!"[১৬]

যখন সত্যবতী এইভাবে গঙ্গাপুত্রের কাছে হাত পাতছেন, তখন হস্তিনাপুরের কল্যাণকামী রাজমাতার পাশাপাশি প্রেমিকার হাহাকারও গোপন থাকছে না। কিন্তু তাঁর সুতীব্র আলিঙ্গনের প্রত্যুত্তরে যখন দেবব্রতের হৃদয় থেকে বর্ষব্যাপী দহন জননীর সুশীতল স্পর্শের আশায় অশ্রুধারা রূপে নির্গত হয়, তখন নব চেতনায় সত্যবতীর উত্তরণ ঘটে গাঙ্গায়নির আকাঙ্ক্ষিত সেই মাতৃসত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে। যে ভীষ্মের মুখে মা ডাক সত্যবতীর বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিত তাঁর মা ডাকেই অকৃত্রিম স্বতোৎসারিত মাতৃস্নেহে সিক্ত হয় তাঁর বুক, হারানো সন্তানদের সঙ্গে ভীষ্মকে একই আসনে বসাতে সমর্থ হন রাজমাতা। প্রেমিকা সত্যবতীর এই মাতৃসত্তায় উত্তরণে মূল কাহিনির সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনির আশ্চর্য সমাপতন তৈরি হয়। অসীম প্রযত্নে যৌথ সন্তানের মতো ভবিষ্যতের হস্তিনা নগরীকে রক্ষা ও লালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন দুজনে।

তাই দুটি উপন্যাসে সত্যবতীর ভিন্ন রূপে উপস্থাপনের আলোচনার পরিণতিতে এসে আমাদের মনে হয়, দুটিতেই প্রেমিকা রূপে সত্যবতীকে নতুন ভাবে নির্মাণে ঔপন্যাসিকরা সফল। মূল কাহিনি থেকে অনেকখানি সরে এসে এক অসামান্য সুন্দরী বুদ্ধিমতী নারী চরিত্রের চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্বকে তাঁরা লিপিবদ্ধ করেছেন। মহাকাব্যের পাতায় আবদ্ধ না থেকে এখানে সত্যবতী হয়ে উঠেছেন প্রেমের জন্য আকুল এক মনস্বিনী আধুনিক নারী, যাঁর সময়কাল স্থিত মহাকাব্যের যুগে। ব্যর্থ প্রেমের যে জ্বালা বুকে নিয়ে তাঁর পথ চলার সূচনা হচ্ছে সেই জ্বালা একসময় প্রশমিত হচ্ছে প্রশান্তিতে। প্রেমিকা নারীর উদগ্র কামনা নির্বাপিত হচ্ছে মাতৃস্নেহের বারিধারায়। পাঠকের চেতনার সমুদ্রে আলোড়ন তুলে লাস্যময়ী কালিন্দী মিশে যাচ্ছে মহাকাব্যের পরিচিত বৃত্তে, ভীষ্মের উন্মত্ত একনিষ্ঠ প্রেমিকা সমাপতিত হচ্ছে হস্তিনাপুরের রাজমাতায়।

Reference:

১. বসু, রাজশেখর (অনুবাদ), কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসকৃত মহাভারত, এম সে সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৪১৮, ভূমিকা।
২. ভট্টাচার্য, তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১০৬
৩. বসু, বাণী, কালিন্দী, দে'জ, কলকাতা, ২০১৯, পৃ. ২৪
৪. ভাদুড়ী, নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ১১০
৫. বসু, প্রতিভা, মহাভারতের মহারণ্যে, বিকল্প, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ২৬
৬. মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, 'প্রথম প্রবাহ', শারদীয় দেশ ১৪২৩, কলকাতা, পৃ. ৪৪০
৭. বসু, বাণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮
৮. তদেব, পৃ. ৭০
৯. মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪০
১০. বসু, বাণী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০
১১. মুখোপাধ্যায়, সৌরভ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫০
১২. তদেব, পৃ. ৪৬০
১৩. তদেব, পৃ. ৪৪৫

১৪. তদেব, পৃ. ৪৬৬
১৫. তদেব, পৃ. ৪৭৪
১৬. তদেব, পৃ. ৪৮০

Bibliography:

বসু বুদ্ধদেব, মহাভারতের কথা, এম.সি.সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা–৭৩, এপ্রিল, ১৯৭৪
ভট্টাচার্য ধীরেশচন্দ্র, মহাভারতের নারী, আনন্দ, কলকাতা, ২০২২
ভট্টাচার্য সুকুমারী, প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, কলকাতা, ১৪২৯
ভট্টাচার্য সুখময়, মহাভারতের চরিতাবলী, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, কলকাতা ১২, আষাঢ়, ১৩৬৪
ভাদুড়ী নৃসিংহপ্রসাদ, মহাভারতের অষ্টাদশী, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৮
সেনগুপ্ত চন্দ্রমল্লী, মিথ-পুরাণের ভাঙাগড়া, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০২৩

পত্র-পত্রিকা

গোস্বামী উজ্জ্বল (সম্পা.), লেখা দিয়ে রেখাপাত: বাণী বসু সম্মাননা সংখ্যা, নৈহাটি, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা, ক্রম নং ১১, সেপ্টেম্বর ২০২০